০৫-১০-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা- যে ভারত একদা ধন-সম্পদে শ্রেষ্ঠ ধনী দেশ ছিল, এখন সে কত গরীবে পরিণত হয়েছে। একমাত্র এই বাবা-ই সেই হত-দরিদ্র ভারতকে আবার ধন-সম্পদে শ্রেষ্ঠ ধনী করে তোলেন

প্রশ্ন :- তোমাদের অর্থাৎ গোপ-গোপিনীদের মতন এত সৌভাগ্যশালী আর কে বা আছে - কিন্তু তা কি প্রকারে ?

উত্তর :- সবচাইতে সৌভাগ্যশালী সে, যে ঈশ্বরীয় জ্ঞান-রত্নের আনন্দ উপভোগ করে নৃত্য করতে পারে। ঠিক এভাবেই তারা সত্যযুগে পৌঁছেও রাজকুমার-রাজকুমারীদের সাথেও নৃত্য করতে পারবে। এমন সৌভাগ্যশালী বাচ্চারাই সম্পূর্ণ রূপে বাবার প্রতি সমর্পিত হয় আর তার সাথে একথাও বলে: "বাবা, আমি সম্পূর্ণ রূপে আপনার, নিজের বলতে কিছুই নাই। যেখানে আপনি আমাকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারীর উপযুক্ত করে গড়ে তুলছেন, সেখানে আমিও কেন না আপনার কাছে সম্পূর্ণ রূপে নিজেকে সমর্পণ করবো ?"

ওঁম্ শান্তি! বাবা বাচ্চাদেরকে শান্ত্বনা দিচ্ছেন, বলছেন, "ওহে ভারতবাসী বাচ্চারা --কিন্তু তা কোন্ বাচ্চারা ? --পূজারী অর্থাৎ যারা দেব-দেবীর পূজো করে থাকে।" তারা মনে করে যে, তাদের পূজ্য ইষ্টরাই দৈব-গুণের দেব-দেবী ছিল। যেমন, খ্রীষ্টানরা যীশু-খ্রীষ্টের পূজা করে। বৌদ্ধরা বুদ্ধকে পূজা করে। জৈনরা মহাবীরকে পূজা করে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ধর্মের প্রধানকে হয় পূজা করে কিম্বা স্মরণ করে। তাছাড়া, দেবী-দেবতার জন্য মন্দিরও বানানো হয়। সেক্ষেত্রে শিবেরও মন্দির বানানো হয়। কিন্তু শিব তো নিরাকার। আবার সূক্ষ্ম-বতনের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর এনারা সূক্ষ্ম-আকারী আবার লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রাম, জগৎ অম্বা, জগৎ পিতা - এনারা সাকারী। যদিও জগতের লোকেরা এসবের বিষয়ে কিছুই বুঝতে পারবে না। তাই যারা দেবতার পূজা করে অর্থাৎ পূজারী, তাদের উদ্দেশ্যে বাবা বলেন যে, ধৈর্য রাখো, স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা যে শুরু হয়ে গেছে। এই ভারতই একদা স্বর্গ-রাজ্য ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যকেই স্বর্গ-রাজ্য বলা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের সেই রাজ্য ছিল - এখন থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে। আর সীতা-রামের রাজ্য ছিল এখন থেকে ৩৭৫০ বছর পূর্বে। তোমরা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী কুলের ভূষণ দত্তক বাচ্চারাই কেবল এই হিসেবকে জানো। দুনিয়ার অন্যেরা তো এখনও বুদ্ধিহীন হয়ে আছে, যেহেতু গোটা দুনিয়াটাই জ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে। অতএব তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, তোমাদের এক জাগতিক লৌকিক বাবা, আর এক পারলৌকিক বাবা। এই পারলৌকিক বাবা-ই নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। বাবারাই তো বাচ্চাদের জন্য নতুন ঘর বানায়। আর এই বেহদের বাবা বানান নতুন সৃষ্টি-জগৎ। ভারতবাসীরা এখন ধর্মভ্রষ্ট হয়ে আছে। তাই এভাবে দেবতাদের গুণ-মহিমার কীর্তন করে- "সর্বগুণ সম্পন্ন .....।" আর কোনও ধর্মে এমন ভাবে মহিমার কীর্তন করা হয় না। কোনও ধর্মের লোকেরাই এমন ভাবে নিজের ইষ্ট-দেবতার মহিমা কীর্তন করে না। অন্যান্য ধর্মের ভক্তদেরও দেখা যায় লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে আসতে। আবার শ্রীকৃষ্ণের ভক্তদেরও কৃষ্ণের মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায়।

বাচ্চারা তোমরা তো জানো, ভারতের লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগের মালিক ছিল। অর্থাৎ ভারতবাসীরাই সত্যযুগের অধিকারী ছিল, যখন ভারত খুব ধন-সম্পদে সমৃদ্ধশালী ছিল। তখন ভারতে ছিল আদি

সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। ভারতের এই প্রাচীন সহজ রাজযোগ আর এই সহজ জ্ঞানের পাঠ ছিল তখন। দেবী-দেবতা ধর্মই সবচেয়ে পুরোনো ধর্ম। কিন্তু মানুষেরা এখন তা ভুলেই গেছে যে, এই দেবী-দেবতা ধর্ম কারা স্থাপন করেছিলেন। বাবা আরও জানাচ্ছেন, তোমরা বি.কে.-রাই সেই সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ। এদিকে দুনিয়ার কলিযুগী বিকারী ব্রাহ্মণেরা দাবী করে যে, তারাই প্রজাপিতা ব্রহ্মার বংশের। কিন্তু তারা তো এটাই জানে না যে, ব্রহ্মা এখানে কখন এসেছিলেন। তোমরাই এখন তার প্রত্যক্ষ স্বরূপ। একমাত্র তোমরাই তা বুঝতে পারো, লক্ষ্মী-নারায়ণ কোন সময়কালে ভারতে রাজত্ব করে গেছেন। তাদের থেকে উন্নত মানুষ আর কেউ হতে পারে না। লোকেদের তো এই ধারণাটাও নেই যে, সত্যযুগ অতীত হয়েছে আজ থেকে কত বছর আগে! তারা সত্যযুগের আয়ু কোটি-কোটি বছর বলে জানায়। শাস্ত্র লেখার সময় শাস্ত্রকারেরা তাদের অজ্ঞতার কারণে নিজের মতকেই এভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বাবা এখন আবার তোমাদের অর্থাৎ সেই বাচ্চাদেরকেই তা বোঝাচ্ছেন, যারা পূর্বেও ভারতের প্রকৃত দেবী-দেবতা ধর্মের ছিল। অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে তারা এখানে আসবে অবশ্যই। তোমাদের এই ব্রাহ্মণ বর্ণ-ই হলো ভারতের দেবী-দেবতা ধর্মের। এর পরবর্তী ধর্মের লোকেদের জন্য নয়। বাচ্চারা, এখন তোমরা ব্রহ্মা-বংশী ব্রাহ্মণ হয়েছো। তোমরাই আবার পূজারী থেকে পূজ্য-স্বরূপে আসবে। মাতারা, তোমাদেরকেই ভারত মাতার শক্তি-স্বরূপা অবতার বলা হয়। জগদম্বাও পুনঃজন্মে এসেছেন। শিববাবাও এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে অবতারিত হয়েছেন। উঁনিই তোমাদেরকে নিজের সন্তান করে নিয়েছেন।

বাচ্চারা তোমরা তো জানো, পরমপিতা পরমাত্মা সকল আত্মদেরই পিতা এবং যিনি সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডেরও মালিক। তবে ওনাকে সমস্ত সৃষ্টি-জগতের মালিক বলা যাবে না। যদিও সবকিছুরই পিতা (সৃষ্টি-কর্তা) উনি, তবুও উনি নিজে তার মালিক হন না। এটা অতি গুহ্য বিষয়। যেখানে উনি সৃষ্টিকর্তা, সে হিসাবে তো ওনারই মালিক হওয়া উচিত। কিন্তু বাবা জানান, উনি যে স্বর্গ-রাজ্যের রচনা করেন, তার মালিক হন না উনি। উনি ওনার বাচ্চাদের অর্থাৎ আমাদেরকেই সেখানকার মালিক বানান। অথচ, দুনিয়াতে সবাই বলে- ভগবান-ই সমগ্র সৃষ্টি-জগতের মালিক। কিন্তু সেই মালিক তো কেবল রচনার ক্ষেত্রে। এছাড়া ওনার স্বর্গের রচনা করার উদ্দেশ্য হলো, বাচ্চাদেরকে সেখানকার মালিক বানাবার জন্য। বাবার কর্তব্যই হলো বাচ্চাদেরকে বাবার চাইতেও উঁচু আসনে বসানো। যেহেতু বাবা নিজেই বাচ্চাদের সেবাধারী। তাই বাচ্চাদেরকে সবকিছু দিয়ে উনি বিদায় নেন। তাই বাবা বলেন- "আমি তোমাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত তৈরী করে, নতুন সৃষ্টির রচনা করে, সেখানকার মালিক বানিয়ে, তবেই আমি অবসর গ্রহন করি। সে হিসেবে তোমাদের আবার ব্রহ্মাণ্ডেরও মালিক বলা যেতে পারে, যেহেতু ব্রহ্মাণ্ডের মালিকের সন্তান তোমরা। তোমরাই যখন ব্রহ্ম-মহাতত্বে যাও, তখন তোমাদেরকেও ব্রহ্মাণ্ডের মালিক বলা হয়। যদিও সেখানে তোমরা তখন কেবল চৈতন্য-স্বরপ আত্মা, কোনও ইন্দ্রিয় থাকে না। পরমধামে যতক্ষণ থাকো, ততক্ষণ তোমরা সেই ব্রহ্মাণ্ডেরও মালিক। এরপর তোমরা এই সৃষ্টিতে এসে সৃষ্টি-জগতের মালিকে পরিণত হও। এর অনেক পরে আবার তোমরা তোমাদের সেই রাজ্য-ভাগ্যকেও খুইয়ে দাও। এই জ্ঞান না তো দেবতাদের মধ্যে থাকে, আর না থাকে শূদ্রদের মধ্যে। এই জ্ঞান কেবলমাত্র তোমাদের অর্থাৎ বি.কে. ব্রাহ্মণদের জন্য। এ ভাবেই বাবা কত গভীর রহস্যের কথা বোঝাচ্ছেন বাচ্চাদেরকে। বাবা আরও জানাচ্ছেন- কেবলমাত্র তোমরাই এই হিরো-পার্টের অধিকারী হও।

জগৎ অম্বা হলেন জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী দেবী। এরপর উনি হন রাজ-রাজেশ্বরী। ততত্বম্ - অর্থাৎ তোমরাও তা হতে পারো। তবে তা এমন নয় যে, এটা দুজন বা চারজনের পার্ট। এই সৃষ্টি-জগতের রাজ্য-ভাগ্য পাওয়া আবার তা খুইয়ে ফেলা এটাই ভারতবাসীদের চিরন্তন খেলা। কল্পের শুরুতে এই ভারতবাসীরাই সম্পূর্ণ সৃষ্টি-জগতের মালিক ছিল, যারা আজ কাঙ্গালে পরিণত। এমন কি নিদেনপক্ষে কোনও অপবিত্র রাজাও পর্যন্ত নেই বর্তমান ভারতে। তাই ভারতে এখন পঞ্চায়েতের রাজত্ব। ধর্মই শক্তি - এ কথা তো প্রচলিত আছেই। তাই এখন সর্ব-শক্তিমান বাবা বসে বসে তোমাদের দ্বারা দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করাচ্ছেন। আর এর জন্য উনি তোমাদেরকে কতই না শক্তি প্রদান করছেন, যাতে তোমরা সৃষ্টি-জগতের মালিক হতে পারো। ভারতে কত অংখ্য ধর্ম আছে। যেমন, গুজরাতে যারা বাস করে, তারা নিজেদেরকে গুজরাতী বলে। কিন্তু সত্যযুগে তো কেবল একটিমাত্র ধর্মই থাকে। বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন, "আমি আবার তোমাদের গীতার জ্ঞান শোনাতে এসেছি। যতদিন বাঁচবে ততদিনই এই জ্ঞান-অমৃত পান করতে থাকবে। অনেক জন্মের পাপ জমে আছে যে - তা তো দূর করতেই হবে। জগতের লোকেরা তো যুদ্ধের ময়দানে কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করে শাস্ত্রে। এদিকে ভগবান স্বয়ং বলছেন, "আমি এনার (ব্রহ্মার) শরীর রূপী রথে প্রবেশ করে, ওনার মাধ্যমে তোমাদের সেই জ্ঞান দেই, কিভাবে সেই যুদ্ধের ময়দানে মায়ার সাথে যুদ্ধ করে মায়ার উপর জিত পেতে হয়। যাতে তোমরা বিজয়ী হতে পারো। তোমরা তো ভালভাবেই জেনেছো, মায়াজিত হতে পারলে তবেই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক হতে পারবে। জগতের লোকেরা এই যুদ্ধকেই সিপাহীদের সাথে যুদ্ধের কথা বলে থাকে। যা একেবারে রাত-দিনের তফাৎ।

বাচ্চারা, তোমাদের মন্দিরে গিয়েও সেবা করতে হবে। লোকদেরকে বোঝাতে হবে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণই একদা ভারতের মালিক ছিল। তোমরা এমন কিছু স্লোগান বানাও যে, এই ভারতবাসীরাই একদা স্বর্গ-রাজ্যের মালিক ছিল। বর্তমানে যা খুইয়ে বসে আছো। শাস্ত্রে শাস্ত্রকারেরা কৃষ্ণ আর মহাভারতের যুদ্ধকে দেখিয়েছে। ভক্তি-মার্গের ভক্তরা সাধনা করে ভগবানের দর্শন পাবার জন্য। তারা কাতর প্রর্থনা করে বলে, "হে ভগবান তুমি এসো, এসে আমাদেরকে মায়া-রাবণের কবল থেকে আমাদের উদ্ধার করো।" চারিদিকে কেবল হাহাকার আর হাহাকারের ধ্বনি। যুদ্ধ শুরু হলে তখন আর অন্ন-বস্ত্র ইত্যাদি কিছুই পাওয়া যাবে না। লোকেরা তো বোম্বেকে 'কুইন অফ ইন্ডিয়া' বলে। যেহেতু স্বর্গ-রাজ্যের সুখের ব্যাপারে তাদের কোনও আন্দাজ নেই। কিন্তু তোমরা তা জানো, তাই তোমরা মনে-মনে আনন্দে নাচতে থাকো। জ্ঞানকেই সদগতি বলা হয়। কিন্তু তা কোন জ্ঞান ? --তা হলো সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান। বুদ্ধি খরচ করে তোমাদেরকে ভাবতে হবে, কিভাবে সবাইকে এসব বোঝানো যায়। দেবতারা অর্থাৎ যারা পূর্ণ-পবিত্র ছিল, তারাও এখন অপবিত্র হয়ে আছে। তাদেরকেই খুঁজে পেতে হবে। মন্দিরেই তাদেরকে সহজে পাওয়া যাবে। আবার তারাও এসব জেনে খুশী হবে। জগৎ অম্বার মন্দির পাহাড়ের নীচে গুহাতে তৈরী করা হয়েছে, বাস্তবে উভয়কেই একত্রে রাখা উচিত। তোমরা তো বুঝেই গেছো, ব্রহ্মার এই কন্যা কল্পের প্রথম রাজকুমারী হন। কেবলমাত্র তোমরাই তাদের বলতে পারবে জগদম্বার ৮৪ জন্মের গুনাগুণের জীবনী-পঞ্জী। এমন কি তোমরা শিববাবার গুনাগুণ ও জীবনী-পঞ্জীও জানো। একথা মোটেই সঠিক নয় যে, উনি ইট-পাথরের মধ্যেও অবস্থান করেন। পূর্বে তোমাদেরও এমনটাই ধারণা ছিল। কিন্তু অন্যেরা এখনও তাই ভেবে থাকে। বাচ্চারা, পূর্বে তোমরাও নিজেদেরকে ভাবতে যে তোমরা সব কিছুই জানো, নিজেদের অনেক উন্নত ভাবতে তোমরা। সবচাইতে উচ্চ-মানের ব্যবসা হলো - হীরের ব্যাবসা। কিন্তু তার চাইতেও অনেক

উন্নত মানের ব্যাবসা হলো - অবিনাশী জ্ঞান রত্নের লেন-দেন। যেমন লোকেরা ৯ রত্নের আংটী ধারণ করো। উদাহরণ স্বরূপ যা বলা হলো। পূর্বে এসব কিছুই জানতে না তোমরা।

আজকের মূল যে কথা বোঝানো হলো, ব্রহ্মাণ্ডের মালিক ও সৃষ্টির রচয়িতা এক ও একমাত্র পরমাত্মা। যিনি নিজে স্বয়ং রাজ্যসুখ ভোগ করেন না। সেই রাজ্য-ভাগ্য উনি ওনার সন্তানদের অর্থাৎ আমাদের দেন। সেই রাজ্য-ভাগ্য আমরা যেমন পেয়ে থাকি, একসময় তা আবার খুইয়েও ফেলি। বাচ্চারা, তোমাদের এই জ্ঞানও থাকা আবশ্যক, কত জন্ম তোমরা রাজ্য-ভাগ্যের সুখ ভোগ করো আর কত জন্ম ধরে রাজ্য খুইয়ে পরাধীন হয়ে থাকো। এছাড়া তোমাদের আর কি বা চাই ? মানুষেরা দেহ-অভিমানে থাকার ফলে তাদের জীবনে এত উলট-পালট। কিন্তু এখন তোমরা উন্নতির সঠিক দিশা পেয়েছো। আত্মা শরীর ছেড়ে দিলে মানুষের মুখকে উল্টো দিকে করে দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের মুখ এখন পরমধামের দিকে। আমরা শরীর ত্যাগ করলে আত্মা সোজা সেখানে পৌঁছে যাবে। আচ্ছা ! বাবা বলছেন- "মনমনা ভবঃ। আমাকে স্মরণ করতে থাকলে, তোমরা আমার কাছেই চলে আসবে। সেখানকার অর্থাৎ বেহদের ক্লাস খুবই সুন্দর। বাবার মনে হয়, এখানকার ঘরের মধ্যেকার ক্লাস তা যেন গর্ভ-জেল-এর মতন মনে হয়। বেহদের বাবার তো বেহদ ভাল লাগবেই। এত বিশাল বেহদের একমাত্র মালিক হদের এই শরীরকে আধার করে অবস্থান করতে হয় ওনাকে। তা কেবলমাত্র বাচ্চাদেরকে সেবা করার জন্য। তাই বাবাকে এই পতিত দুনিয়া এবং পতিত শরীরেই আসতে হয়। তিনি জানাচ্ছেন- বি.কে. বাচ্চাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানিয়ে, স্বর্গ-রাজ্যের মালিক বানিয়ে তারপরে উনি ফিরে যান। তাই এখন তো উথাল-পাতাল অবস্থা চলবেই। যারা জ্ঞানে কাঁচা, এসব দেখে তাদের তো সাথে সাথেই প্রাণ বেরিয়ে যাবে। কারও এমন মৃত্যু দেখে, শোকাহত হয়ে, হয়ত আরও কারও মৃত্যুও হতে পারে। তোমাদের কিন্তু খুব শক্ত হতে হবে। যেমন গল্প-গাঁথায় আছে, 'মিরুয়া মৌত মলুকা শিকার'- শিকারের মৃত্যু আর শিকারীর আনন্দ অর্থাৎ 'কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ'।

বাচ্চারা, তোমরা এখন স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত হয়ে উঠছো। বাবা আরও জানাচ্ছেন, এই লড়াই-এর দ্বারাই স্বর্গের গেট খুলবে, যা কেবল তোমাদের জন্য। ফিরে তো যেতেই হবে। যেহেতু নাটক যে এখন শেষ হতে চলেছে। একমাত্র এই বাবাই সঠিক দিশার রুহানী-গাইড। যিনি সাথে করে রুহানীধামে নিয়ে যান। অতএব এই এক ও একমাত্র বাবাকে লাগাতর স্মরণ করতে থাকো, যেহেতু তোমাদের অন্তিম চিন্তাই হবে তোমাদের গন্তব্যস্থল। এখানে কারও কারও অনেক ছোট জন্মও হয়ে থাকে। গর্ভেও আত্মারা অনেক শাস্তি ভোগ করে। আবার শিশুর জন্ম হওয়া মাত্র বাইরে এসেও মৃত্যু ঘটে। এরপর আত্মা আবার অন্য হিসেব-নিকেশের ভোগ ভুগতে যায়। তাই বাবা বলছেন- মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, এই মহা-মূল্যবান জ্ঞান-রত্নকে বুদ্ধিতে ধারণ করে, মন্দিরে-মন্দিরে গিয়ে সেবা করো। এটাই প্রকৃত পুরুষার্থ। এতে ভয় পেলে চলবে না মোটেই। যারা তোমাদের ধর্মের হবে, তারা অবশ্যই এই জ্ঞান-তীরে বিদ্ধ হবে। সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়েও দেখতে পারো। যদি দেখো তারা একেবারে পাথরের মতন, তবে আর তাদেরকে বিঁছের মতন হুল ফোঁটাবার দরকার নেই। (যেমন বিঁছেরা পাথরে হুল ফোঁটায় না।) কিন্তু চেষ্টা লাগাতর চালিয়ে যেতে হবে। চেষ্টা করতে করতে একসময় না একসময় সফল হবেই। যদিও তোমারা অনেকেই জ্ঞান আর যোগে ততটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারোনি। তাই সাধু-সন্ন্যাসী, রাজা-মহারাজা বা এমনদের সেভাবে বুঝিয়ে উঠতে পারছো না। জনক, পরিক্ষিৎ, সাধু-সন্ন্যাসী এরাও সবাই শেষের দিকে অবশ্যই আসবে। তাদের এই জ্ঞান এখন শোনাতে

পারলে তার প্রভাব ভবিষ্যতে অবশ্যই পরবে। তখন তোমরাই তাদেরকে বলতে পারবে, "এখন তো অনেক দেরী হয়ে গেছে। বাবা এসেছিলেন বিশাল জ্ঞান-রত্নের ভাণ্ডার নিয়ে, কিন্তু তোমরা তো তখন এলেই না।" বাচ্চারা,সর্বদাই মনে মনে ভাবতে থাকো, কোথায়- কিভাবে কি ধরণের সেবা করা যায়। নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপাও। বুদ্ধিতে নতুন কিছু চিন্তা করো। যদিও সেবা তো হবে ড্রামা অনুসারেই। আমরা শুধু সাক্ষী হয়ে দেখবো। ভগবান এসব বাচ্চাদের বলছেন, অর্থাৎ গোপ-গোপীদের প্রতি। আর গোপী বল্লভ স্বয়ং ভগবান। যিনি গোপ-গোপীদের বাবা। গোপ-গোপীরা সবাই বর্তমানের এই দুনিয়াতেই রয়েছে। সত্যযুগে থাকে না। এটাই হলো ঈশ্বরীয় জ্ঞানের নৃত্য। পরবর্তীতে সেখানে গিয়ে রাজকুমার-রাজকুমারীদের সাথেই নৃত্য করতে পারবে। তাই তো বাবা বলছেন বাচ্চারা, তোমরা খুবই সৌভাগ্যশালী। অতএব একমাত্র বাবার প্রতি সম্পূর্ণ রূপে সমর্পিত হয়ে যাও। (বাচ্চারা বলে) --"বাবা আমি যে তোমারই, তবে কেনই বা তোমার প্রতি পূর্ণ-রূপে সমর্পিত হবো না ? যেখানে তুমি আমাদের স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত অধিকারী করে গড়ে তোলো। এ যে বিশাল প্রাপ্তি। জাগতিক যা কিছু তা তো কবরেই চলে যাবে। সেই কবরস্থানই আবার পরীস্থানে পরিবর্তিত হবে। এই দিল্লী-ই একদা পরীস্থান ছিল, পরীদের বসবাসের স্থান। দেবী-দেবতাদেরকেই পরীস্থানের পরী বলা হয়। যা এখন কবরস্থানের হয়ে আছে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে নমস্কার জানাচ্ছেন তাদের ঈশ্বরীয় পিতা।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সদা এই খুশীতে মশগুল থাকতে হবে যে, আমরা ব্রহ্মাণ্ড আর বিশ্বের মালিক হতে যাচ্ছি। প্রকৃত (বি. কে.)ব্রাহ্মণরাই পরবর্তীতে দেবতা হবে।

২) নিজের অবস্থাকে পাকাপোক্ত করতে হবে। এমন কি মৃত্যুকেও ভয় পাবে না। সদা বাবার স্মরণে থাকতে হবে। জ্ঞানকে সঠিক ভাবে ধারণ করে অন্যদেরকে সেবা করতে হবে।

বরদান :- দুঃখকে সুখে, গ্লানিকে প্রশংসায় পরিবর্তন করতে পারা, পুণ্য-আত্মা হও

বিস্তার :- পুণ্য আত্মা সে, যে কখনও কারও দুঃখের কারণ হয় না বা অপরের দেওয়া দুঃখও নেয় না। উপরন্তু, দুঃখকেও সুখ রূপে স্বীকার করে নেয়। গ্লানিকে প্রশংসা ভাবতে পারলে তাকে পুণ্য-আত্মা বলা যাবে। এই পাঠ সদা পাকাপোক্ত যেন থাকে যে, নিজে করুণাশীল হয়ে, গালমন্দ বা দুঃখ দেওয়া আত্মাদেরকেও করুণার দৃষ্টিতে দেখতে হবে, গ্লানির দৃষ্টিতে নয়। সে গালমন্দ করছো করুক, কিন্তু তুমি তাকে ফুলের বর্সা করো- এমনটা হতে পারলে তবেই পুণ্য আত্মা।

স্লোগান :- যারা বাপদাদাকে নয়নের মণি করতে পারে, তারা জগতের আলো রূপে প্রকাশময় হয় । তারাই হল বাপদাদাকে সাক্ষাৎকার করাতে সক্ষম শ্রেষ্ঠ আত্মা ।